শুনিয়া তারক বলে 'ঠিক বটে ঠিক।
দেবী দাদা বিনে কেবা পাবে এ নৈষ্ঠিক।।
সেই সে গোপাল সাধু বাণীয়ারী যায়।
বিপিন, নেপাল সঙ্গে প্রেমভরে রয়।।
বিপিন, গোপাল দোঁহে যমজের প্রায়।
দুই ভাই এক ঠাঁই একভাবে রয়।।
সহোদর ভ্রাতাপেক্ষা বেশী প্রীতি হয়।
মনে প্রাণে ঐক্য দোঁহে হরিগুণ গায়।।
দেবীচাঁদ পদে নিষ্ঠা গুরুচাঁদে আত্মা।
দেশে দেশে দেয় সবে হরিচাঁদ বার্ত্তা।।
বসতি হুড়কা গ্রামে খুলনা জেলায়।
রূপচাঁদ নামে ভক্ত নামে মত্ত হয়।।
তারকেরে গুরু বলি করিয়াছে মান্য।
নাহি মানে দেবদেবী হরিচাঁদ ভিন্ন।।
"রমণী গোঁসাই নামে পরিচিত হ'ল।
ছোট ভাই সে 'তরণী' গোপালে মানিল।।
খুলনা জিলার মধ্যে লক্ষ্মীকাটী গাঁয়।
মাতিল নকুল সাধু হরিগুণ গায়।।
গুরুচাঁদে মান্য করে স্বয়ং অবতার।
প্রেমেতে মগন হ'য়ে নাম করে সার।।
গুরুচাঁদ দেহে হরিচাঁদ হ'ল স্থিতি।
ক্রমে ক্রমে ভক্ত সবে করিল প্রতীতি।।
শ্রীহরিলীলামৃত গ্রন্থের সারাসার।
আজ্ঞা দিল, বর দিল গ্রন্থ লিখিবার।।
ভাবময় শ্রীগোলোক গোস্বামী সুজন।
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ এই দুই জন।।
আজ্ঞা দিল গুরুচাঁদ করিতে প্রচার।
এ গ্রন্থ রচিত হ'ল বর অনুসার।।
'শ্রীহরি চরিত্রসুধা নামে করি স্থির।
করাঙ্কিত করিলেন যাদব সুধীর।।
পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য।
উদগ্রীব কবিবর হরিবর ধন্য।।

শ্রীশশীভূষণ প্রভু গুরুচাঁদ পুত্র।
বিদ্যাবান মহাজ্ঞানী পরম পবিত্র।।
নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে বিদ্যার আলোক।
দানিতে প্রভুর মনে বড়ই পুলক।।
রাজকর্মচারী আর রাজগুরু গণে।
নমঃশূদ্র উদ্ধারিতে ওড়াকান্দী আনে।।
আইল ডক্টর মীড অস্ট্রেলিয়াবাসী।
গুরুচাঁদ প্রেমে মত্ত হইলেন আসি।।
তাহার চেষ্টায় গুরুচাঁদের ইচ্ছায়।
প্রথমেতে রাজকার্য্য নমঃশূদ্রে পায়।।
'কুমুদ' ডেপুটি 'শশী' সাব্‌রেজিষ্টার।
'কানুন গো' রাধাচরণ জ্যোৎকুরায়।।
শ্রীশশীভূষণ বাবু চাকুরী কারণে।
গোপালগঞ্জেতে র'ন অতি হৃষ্ট মনে।।
মুদ্রণের ইচ্ছা করি লীলামৃত গ্রন্থ।
তাঁহাকে জানাই আমি সকল বৃত্তান্ত।।
বাবু বলিলেন "আন গ্রন্থখানি দেখি।
পড়িয়া দেখিব আমি লিখিয়াছ কি?
পাণ্ডুলিপি সহিতে গোপালগঞ্জে যাই।
পাণ্ডুলিপি রাখিলাম বড়বাবু ঠাঁই।।
নাম দেখি বড়বাবু বলিলেন মোরে।
'এই নামে আমি শান্তি না পাই অন্তরে।।
বিনয়ে তারক বলে বড়বাবু ঠাঁই।
'আপনি করুন নাম তাই আমি চাই।।
হস্তে করি পাণ্ডুলিপি শ্রীশশীভূষণ।
"শ্রীহরিলীলামৃত" করে নামকরণ।।
নামবার্ত্তা গুরুচাঁদে বলিবারে কয়।
বর্ণাশুদ্ধি ভাবাশুদ্ধি বিশুদ্ধ করয়।।
শুদ্ধ পাণ্ডুলিপিসহ ওড়াকান্দী ধামে।
শ্রীগুরুচাঁদের পদে তারক প্রণমে।।
নাম ইতিহাস কহে গুরুচাঁদ ঠাঁই।
গুরুচাঁদ বলিলেন "বেশ, বেশ, তাই।।